গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	০৫ জানুয়ারি ২০২৩, সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, এ বিভাগ কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬ টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু এ বছর বর্ষা মৌসুম শেষ হলেও ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আশানুরুপভাবে হ্রাস পায়নি। তদপ্রেক্ষিতে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, কীটতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগে অনেক বেশি আক্রান্ত ও বিস্তৃত হয়। ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একাধিকবার সভা আহ্বান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে এডিস মশা, কিউলেক্স মশা, এনাপলিশ মশাসহ ১৪০-১৪৫ ধরণের মশা রয়েছে এদের মধ্যে ৩টি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জনগণকে সচেতন করা। যেহেতু এডিস মশা বাসা-বাড়ি, ছাদে, আঙ্গিনাতে, বৃষ্টির পানি ও জমানো পানিতে ডিম পাড়ে এবং বংশবিস্তার করে সুতরাং কোথাও যেন পানি জমা না থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে। মন্ত্রী গুরুত্বের সাথে আরো উল্লেখ করেন, এডিস মশা নিধনের জন্য কার্যকর কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এমন কোন কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে মশকের কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly Business দূর করা হয়েছে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এডিস মশার প্রজননরোধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ)টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এডিস মশা নিধনে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে আরোও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বর্ষা মৌসুম শেষ হবার পর এ বছর ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাবার কি কারণ হতে পারে তার উপর মতামত প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি, কীটতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

১.৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস তার বক্তব্যে বছরের প্রথম সপ্তাহেই অত্যন্ত গুরুত্ব ও দূরদর্শিতার সাথে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সভা আয়োজন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট সার্বক্ষণিক পাওয়া যায়নি বিধায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা কঠিন হয়েছে। এ বছর যেহেতু কর্মপরিকল্পনা বিস্তৃত করা হবে সেক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, নাগরিক হিসেবে ডেঙ্গু নিধনে সকলকে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে এবং জনগণকে আরো সচেতন হতে হবে। জনগণের মাঝে দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে। তিনি জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেঙ্গু রোগী অথবা এডিস মশার উৎসের তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষনিক উপস্থিত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে সরাসরি কার্যক্রম তদারকী করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাননীয় মেয়র মশকের ভ্যাকসিন ও গণটিকা চালু করার বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মশকের বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের মাধ্যমে এ বিষয় বিবেচনা করার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

১.৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বছরের প্রথমে ডেঙ্গুর প্রভাব নিয়ে সারাবছরে কি করা যায় তা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এখন বারো মাসই ডেঙ্গু সংক্রমণ হচ্ছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবা দরকার এবং এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। তিনি বলেন, তার কর্পোরেশনের অধীক্ষেত্রাধীন এলাকায় মাত্র ২৮০০ বাড়িতে ছাদ-বাগান রয়েছে। ছাদ-বাগানের মালিকদেরকে কৃষিবিদ দ্বারা নিরাপদ ছাদকৃষি সর্ম্পকিত কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে সকল সরকারি অফিস আছে যেমন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে, গণপূর্ত অধিদপ্তর সকলকে নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে ইতিমধ্যে বাৎসরিক মশক নিধন ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়েছে। উক্ত ক্যালেন্ডারে কে কখন স্কুল পরিদর্শন করবে, কাউন্সিলরের সাথে সভা করবে, মশক শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় করবে এবং অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় করবে এ বিষয়ে বার্ষিক ক্যালেন্ডারে কর্মপরিকল্পনা বন্টন রয়েছে। তিনি বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সর্বোপরি গবেষণার মাধ্যমে এডিস মশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

১.৫ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান কীটতত্ত্ববিদ (অবসরপ্রাপ্ত), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তার বক্তব্যে বলেন যে, এবার শীত দেরীতে আসায় এবং বছরের শেষের দিকে দুই-তিনবার বৃষ্টি হওয়ায় মশার বংশবিস্তার বেড়েছে এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৬ ড. শফিউল আলম, Associate Scientist, (ICDDR'B) বলেন, Monash University এর World Mosquito Program (WMP) যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে Wolbachia Bacteria পাইলট প্রকল্পের বিষয়ে সভা করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে শুরু করা হয়েছে। Wolbachia এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যকটেরিয়া যদি এডিশ মশার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে Wolbachia সংক্রমিত মশার চিকুনগুনিয়া, জিকা ও ডেঙ্গু সংক্রমণ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে মশা ভেকসিনেটেড হবে।

১.৭ জনাব কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, ঢাকা শহরে নগরায়নের পরিবর্তন হয়েছে। শহরে প্রচুর মাল্টিস্টোরেট বিল্ডিং রয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিল্ডিংয়ের নিচে পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। পার্কিংয়ের গাড়ি ধোয়ার জায়গায় পানি জমা হয়ে থাকে এবং সেখানে মশার বংশবিস্তার হচ্ছে। এ সকল জায়গায় সিটি কর্পোরেশন থেকে লোকজন যেতে পারে না ফলে কীটনাশক দেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি

রেশন এলাকায় ওয়াসার পানির সংকট রয়েছে। পানির সংকটের কারণে বাসা বাড়িতে ড্রামে পানি জমা রাখা হয় এবং সে পানিতে এডিস মশা জন্মায়। সুতরাং এ সকল এলাকার পানির সংকট দূর করতে পারলে মশার প্রজনন কমবে। ঢাকা শহরে নির্মাণাধীন ভবনের বেসমেন্টে পানি জমা থাকে সেখানেও এডিস মশা জন্মায়। তিনি বলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। শুধু সিটি কর্পোরেশন নয় অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে যথা ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা বাড়াতে হবে তবেই সারাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া ডেঙ্গু নিধনে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে হবে। Primary Education-এ ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। তিনি জনগণকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

১.৮ ডা: সাইফুল্লাহ মুন্সি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা হিসেবে এ বছর বৃষ্টি দেরীতে শুরু হয়েছে যার ফলে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ভেক্টর কন্ট্রোল সেল গঠন করতে হবে এবং ডেঙ্গু নিয়ে গবেষণা আরো জোরদার করতে হবে। উন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও Vector surveillance অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়া ডেঙ্গু রোগের জন্য কার্যকরী ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৯ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম, পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান, এডিস মশা পরিস্কার পানিতে প্রজনন করে, কিন্তু ঢাকার অন্যান্য ময়লা পানিতে এডিসের লার্ভা জন্মাচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। ২০২২ সালে বর্ষা মৌসুম দেরীতে আসায় আদ্রতা বেশী ছিল, এ বিষয়টি এডিস মশার প্রজননকে প্রভাবিত করে যার ফলে ডেঙ্গু আক্রান্তের হারও বেড়েছে। তিনি স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা করার ব্যাপারে এবং ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গবেষণা শুরু করার বিষয়ে জোর দেন। ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের ডেঙ্গু অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ডেঙ্গু কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। এছাড়া Integrated Vector Management কার্যক্রম শতভাগ সফল করা প্রয়োজন।

১.১০ CDC থেকে ড. আক্তার সভাকে জানান, ক্লাস থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন এবং নাইন এর বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের একটি ক্ষুদে ডাক্তার বিষয়ক প্রোগ্রাম রয়েছে। যেখানে সারা বাংলাদেশে ২৫ লক্ষ ক্ষুদে ডাক্তার রয়েছে। প্রফেসর নাজমুল স্যারের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি এদের নিয়ে কাজ করা হয়। সেখানে ৪ কোটি বাচ্চাকে হেলথ এডুকেশন দেওয়া হয় এবং Vector Borne Disease-এর দুই পাতার একটি তথ্য গাইড টিচারের মাধ্যমে ৪ কোটি বাচ্চাকে দেওয়া হচ্ছে এবং এটিকে আরো গতিশীল করা প্রয়োজন।

১.১১ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সে প্রেক্ষিতে তাদের বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কীটতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সমন্বিতভাবে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ এ বিভাগে লিখিতভাবে প্রেরণ করবে। এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন কি উপায়ে এবং কোন প্রক্রিয়ায় দেওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তিনি বলেন ২০২০ সালে Intregrated Vector Management বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেটির জন্য খসড়া অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বর্তমানে কার্যক্রম আরো ফলপ্রসু করতে হবে। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কীটতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণকে সমন্বিতভাবে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ এ বিভাগে লিখিতভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হবে।	১। নগর উন্নয়ন-২ শাখা।
০২	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
০৩	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে বিষয়টি সমন্বয় করবেন।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), ২। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।
০৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এডিসসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে Integrated Vector Management কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩. সভাপতি সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহবানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-০৬/০২/২০২৩ইং
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-২১৮ (১/৫০)

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯ / ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
১৪. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,.....সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১৭. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ..... (সকল)।
১৮. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ...বিভাগ (সকল)।
২১. জেলা প্রশাসক, ...জেলা (সকল)।
২২. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
২৩. ড. কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা (মো: ০১৭১১১৩০৩১২, ইমেইল-bkabirul@gmail.com).
২৪. ড. হুমায়ূন রেজা খান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইমেইল-humrezkhan@gmail.com)
২৫. মো: খলিলুর রহমান, সাবেক কীটতত্ত্ববিদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৬. ড. শফিউল আলম, Associate Scientist, International Centre for Diarrhoea Disease Research Bangladesh (ICDDR'B) মহাখালী, ঢাকা-১২১২ (মোবাইল নং- ০১৭১১৪৬৯২৩২)
২৭. জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, Institute of Epidemiology Disease co Research. (IEDCR) (মো: ০১৭১৫৪১৬৩৯৭, ইমেইল-(tuahmed1941@gmail.com)
২৮. ডা. সাইফুল্লাহ মুন্সি, অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ.....(সকল)।
৩১. মেয়র,.....পৌরসভা (সকল)।
৩২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. অফিস কপি।

০৯.০২.২০২৩

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন:০২-৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd